চরৈবেতি

সপ্তদশ সংখ্যা, অষ্টাদশ বর্ষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

****

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

সংস্কৃত বিভাগ

চরৈবেতি

১৭তম সংখ্যা * ১৮তম বর্ষ * আগষ্ট ২০২০

"মেধাং ম ইন্দ্রো দদাতু, মেধাং দেবী সরস্বতী।"

(মেধাসূক্ত, ৩য় মন্ত্র)

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

সংস্কৃত বিভাগ

১৮ শ্রাবণ, ১৪২৭

৩ আগষ্ট, ২০২০

প্রকাশনাঃ

সংস্কৃত বিভাগ,

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন,

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন,

৩৩, শ্রীমা সারদা সরণি

কলকাতা – ৭০০ ০৫৫

সংস্কৃত বিভাগঃ

শ্রীমতী রুমা রায়

শ্রীমতী সাবেরী রক্ষিত

শ্রীমতী সংঘমিত্রা মুখার্জী

ব্রহ্মচারিণী প্রাচী

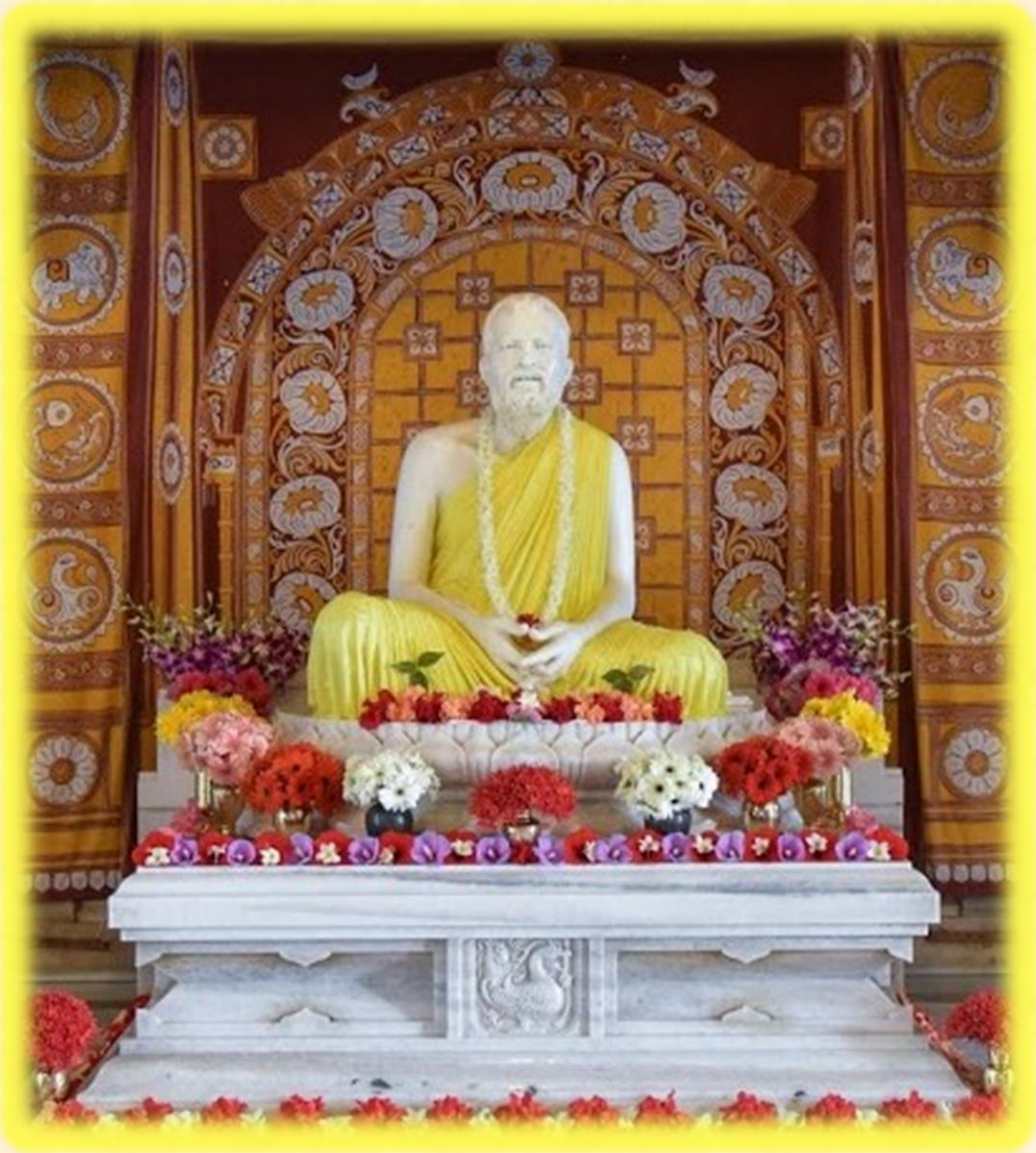

সম্পাদকীয়ম্

অনুর্বরে পথি চলিত্বা লক্ষ্যস্য প্রাপ্তিঃ যচ্ছতি আনন্দাতিশয্যম্।
অধুনা জীবাণুপরিব্যাপ্তে অস্মিন্ অন্তরীনে আবহেऽপি অস্মাকং
চরৈবেত্যাঃ প্রকাশকালঃ ন জাতঃ বিঘ্নিতঃ।
হস্তে ধৃত্বা পঠনসুখাৎ বঞ্চিতাঃ সন্তোऽপি ছাত্রাণাং তথা শিক্ষিকাণাম্
অত্যুৎসাহেন "চর এব ইতি" ইতি মন্ত্রং লক্ষ্যং কৃত্বা পত্রিকেয়ং
অন্তর্জালে প্রকাশিতা।

সূচীপত্রম্

১। শ্রীসারদাদেব্যাঃ আশীর্বাণী --- পৃঃ ৯

২। প্রাচ্যবাণী --- পৃঃ ১০

৩। লীলাকথার ইতিকথা --- পৃঃ ১৩

৪। কালিদাসঃ --- পৃঃ ১৫

৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্ --- পৃঃ ১৬

৬। লকডাউনম্ একাত্মতাবোধশ্চ --- পৃঃ ১৭

৭। দেবী অরণ্যানী --- পৃঃ ১৮

৮। সাধকরাজঃ কবিরাজঃ --- পৃঃ ১৯

শ্রীসারদাদেব্যাঃ আশীর্বাণী

শ্রীশ্রীগুরুপদাশ্বাসঃ

জয়রামবাটী

২১ চৈত্রমাসঃ

(১১.৪.১৯০০)

শুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু,

স্নেহভাজনবালে নিবেদিতে, মম প্রীতিং গৃহাণ । মম শান্ত্যর্থং শ্রীভগবৎসকাশে তব প্রার্থনাং জ্ঞাত্বা অহমানন্দিতা । ত্বং তস্যাঃ সদানন্দময়মাতুঃ প্রতিমূর্তিঃ । আবয়োঃ চিত্রং বহুবারং পশ্যামি; তদা প্রতিভাতি য়ৎ ত্বং সমক্ষমুপস্থিতা।... অহং সদা প্রার্থয়ামি য়ৎ ভগবান্ তব মহদুদ্যমে সহায়ঃ ভবতু ত্বাং চ সর্বদা সসুখং দৃঢাং করোতু । ত্বং সত্বরং (নিরাপদি) প্রত্যাবর্তনং কুরু, ইতি মে প্রার্থনা । ভারতে স্ত্রীমঠবিষয়ে তব অভিলাষা পূর্ণা অস্তু, য়থার্থধর্মশিক্ষয়া আশ্রমস্য উদ্দেশ্যমপি সিদ্ধং ভবতু ।... মম আশীর্বাদং গৃহাণ, অধ্যাত্মসাধনায়াং তব উন্নতিঃ ভবতু – ইত্যেব মম প্রার্থনা । সত্যমেব ত্বমতিচমৎকারকার্যং করোষি । পরং তু বঙ্গভাষাং মা বিস্মর, অন্যথা প্রত্যাবর্তনে, তব কথামবধারয়িতুং ন শক্ষ্যামি । ধ্রুব-সাবিত্রী-সীতা-রাম-প্রভৃতিসম্পর্কে ভাষণং দদাসীতি জ্ঞাত্বা পরমানন্দিতা । তেষাং পবিত্রচরিত্রকথা সাংসারিকবৃথাবার্তাভ্যঃ মহতী, কিং বহুনা । প্রভোঃ নাম লীলা চ উভে কতি সুন্দরে !

তব

মাতাঠাকুরানী

স্বামী বিবেকানন্দের মানস কন্যা Miss Margaret Noble গুরুকৃপায় ভারত-উপাসিকা নিবেদিতায় পরিণত হন। জগন্মাতা শ্রীসারদাদেবীর তিনি 'আদরের খুকী' । নিবেদিতা অমেরিকায় গমন করেন ভারতীয় কন্যাদের কল্যাণে অর্থসংগ্রহ করার জন্য । সেই সময়ে উপর্যুক্ত পত্রটি নিবেদিতাকে লিখিত শ্রীমায়ের আশীর্বাদ । - সঙ্কলক ও ভাষান্তর - প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা

প্রাচ্যবাণী

১) শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ য়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২.৫,৩.৮)

"শোন, হে অমৃতের পুত্রগণ, আমি সেই অন্ধকারের পারে জ্যোতির্ময় পরমাত্মাকে জেনেছি, তাঁকে জানলেই একমাত্র মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর অন্য কোন পথ নেই ।"

২) ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ । ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ । স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাগ্ংসস্তনূভিঃ । ব্যশেম দেবহিতং য়দায়ুঃ । (ঋগ্বেদ ১.৮৯.৮)

"হে দেবগণ, আমরা কর্ণে যেন কল্যাণবচন শ্রবণ করি; যে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষে যেন সুন্দর বস্তু দর্শন করি, দৃঢ় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত হয়ে আমরা যেন দেবকার্য নিয়োজিত জীবনকাল প্রাপ্ত হই ।"

৩) শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সংপরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ । শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো য়োগক্ষেমাদ্বৃণীতে ।। (কঠোপনিষৎ ১।২।২)

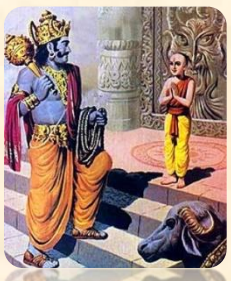

"শ্রেয় এবং প্রেয় (সম্মিলিতভাবে) মানুষকে আশ্রয় করে । ধীমান উভয়কে সম্যক পরীক্ষা করে পৃথক করেন । যিনি ধীর বা জ্ঞানী, তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে উত্তম বলে জেনে, তাকেই গ্রহণ করেন, কিন্তু যিনি অল্পবুদ্ধি তিনি শরীরাদির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য প্রিয় ভোগ্যবস্তুকেই (পশু-পুত্রাদি) বরণ করেন ।"

৪) সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ য়াচতে । অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।। (রামায়ণ – যুদ্ধকাণ্ড)

"শ্রীরামচন্দ্র বলেন যে – যদি কেউ আমার শরণাগত হয়, তাকে আমি সর্বতোভাবে অভয়দান করি । এই আমার ব্রত ।"

৫) মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি, ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি ।

কামং হিত্বাঽর্থবান্ ভবতি, লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ ।। (মহাভারত)

"মানুষ গর্ব পরিত্যাগ করে লোকের প্রিয় হয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করে চিত্তসন্তাপ ভোগ করে না, আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে ধনী হয় এবং লোভ পরিত্যাগ করে সুখী হয় ।"

৬) শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংয়তেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪.৩৯)

"গুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাসী, জ্ঞাননিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় ও মুমুক্ষু অবশ্যই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবেন এবং অচিরেই শাশ্বতী শান্তি প্রাপ্ত হবেন ।"

৭) বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো ।

ভবতো দর্শনং য়ৎ স্যাদ্ পুনর্ভবদর্শনম্ ।। (শ্রীমদ্ভাগবত)

"সাধ্বী কুন্তী বলেন যে – হে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের যেন সর্বদা এইরকম বিপদ্ হয় যাতে ভবভয়মোচনকারী তোমার দর্শন লাভ করতে পারি ।"

৮) য়ৎ কর্ম কুর্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ ।

তৎ প্রয়ত্নেন কুর্বীত বিপরীতন্তু বর্জয়েৎ ।। (মনুসংহিতা)

"যে কর্ম করলে অন্তরাত্মার পরিতোষ জন্মে, তা যত্নপূর্বক করবে, এবং যে কর্ম করলে আত্মার পরিতোষ জন্মে না, উপরন্তু গ্লানি উপস্থিত হয়, তা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত ।"

৯) “এস, যারা আমাদের ঘৃণা করে তাদের আমরা ঘৃণা না করে সুখী হই । এস, যারা

ক্লিষ্ট তাদের মধ্যে অবস্থানপূর্বক স্বয়ং ক্লেশযুক্ত হয়ে আমরা সুখী হই । এস, যারা লোভপরবশ, তাদের মধ্যে বাস করে স্বয়ং লোভ মুক্ত হয়ে আমরা সুখী হই ।” (ভগবান শ্রীবুদ্ধ)

১০) “মাটি, কাঠ, পাথরের প্রতিমায় দেবতার পূজা হয়, আর মানুষে হয় না ? মানুষে চৈতন্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ; মানুষ জীবন্ত ঈশ্বর ।” (শ্রীরামকৃষ্ণদেব)

১১) “যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘস্তে ঘস্তে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবদ্ তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে তত্ত্ব বা সত্যজ্ঞানের উদয় হয় ।”
(শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী)

সঙ্কলক ও ভাষান্তর

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

লীলাকথার ইতিকথা

বেদের আর এক নাম শ্রুতি। কারণ, যে সময় বেদের প্রচলন তখন লিপি (Script) আবিষ্কৃত হয়নি। গুরু তাঁর শিষ্যকে অথবা পিতা তাঁর পুত্রকে শোনাতেন। শুনে শুনে মুখস্থ হত এবং এভাবে জ্ঞান প্রবাহ চলতো। যেহেতু এই জ্ঞানধারা শ্রবণ থেকে শ্রবণান্তরে চলতে চলতে এগিয়েছে তাই এর নাম শ্রুতি। কিন্তু এই ছড়িয়ে থাকা জ্ঞানভান্ডারকে এক করার প্রয়োজন দেখা দিল একসময়। এই দুরূহ কাজটি যিনি করেছিলেন তাঁর নাম ব্যাসদেব। তাঁর আসল নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ব্যাস কথার অর্থ edit করা, সম্পাদনা করা। বেদকে edit করে চারটি ভাগে ভাগ করলেন তিনি - ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব। তাই তাঁর উপাধি, বেদের সম্পাদক বা বেদব্যাস। মুক্তির পথ সহজভাবে সকলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনিই। তাই তিনি আদিগুরু এবং তাঁর জন্মতিথিই হল গুরুপূর্ণিমা।

শুধু চতুর্বেদের সম্পাদনাই নয়, তিনি লিখলেন মহাভারত। বেদের তত্ত্বগুলিকে রূপকের আকারে গল্পের রূপ দিয়ে তিনি লিখলেনপুরাণ। মানুষের abstract বা কেবল তত্ত্ব বুঝতে অসুবিধা হয়, তাই লিখলেন এসব পুরাণের গল্প। মানুষ পুরাণের কাহিনীর মাধ্যমে বেদের তত্ত্বগুলিই উপলব্ধি করবে। মায়ামোহ অতিক্রম করে ভক্তিপথে মুক্তির দিকে যাবে, কারণ জ্ঞানপথ তো এত সোজা নয়। আবার যারা যুক্তিবাদী তাদের পরতত্ত্ব বোঝাবার জন্য যুক্তিতর্কের অবতারণা করে তিনি লিখলেন ব্রহ্মসূত্র।

কিন্তু এত সব লিখেও তাঁর মন বড় খারাপ। তিনি দেখছেন মানুষের ভোগে আসক্তি কিছুতেই কমছে না। তিনি ভাবছেন, বেদ বিভাগ, পুরাণ, মহাভারত এবং ব্রহ্মসূত্র রচনা করেও তো মানুষের মন নিবৃত্তির দিকে গেল না। তাহলে উপায়? সরস্বতী নদীর তীরে বসে আছেন তিনি। সেই সময় সেখানে প্রবেশ করলেন দেবর্ষি নারদ। দেবর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষি - এই দুই ঋষির মিলনের ফল কিন্তু হল সুদূর প্রসারী। নারদ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ধর্ম বিষয়ে সব জানো, নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে যেভাবে আলোচনা করেছো তাতে বোঝা যাচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান তোমার করামলকের মতনই। তোমার কোথাও অপূর্ণতা নেই,, তাহলে তোমার মুখে এমন বিষাদের ছায়া কেন? ' ব্যাসদেব দুঃখিত মনে বললেন, 'সত্যিই আমি অনেক ধর্মতত্ত্ব চর্চা করেছি, ব্রহ্মবিচার করেছি, ধর্মের নানা অনুষ্ঠান জগতে প্রচার করেছি, কিন্তু কেন জানি মনে শান্তি হচ্ছে না। আমার এত চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ আত্মমুখী হচ্ছে না। শুধু জাগতিক ভোগ এবং স্বর্গলাভের জন্য চেষ্টা করে চলেছে - আমার সব প্রচেষ্টা মনে হচ্ছে ব্যর্থ হয়ে গেল।'

নারদ সব শুনে হেসে বললেন, 'হে মহাঋষি, তুমি তোমার কোনো গ্রন্থেই তো ভগবানের বিমল গুণকীর্তন কর নি? তুমি বেদজ্ঞ, কিন্তু বেদবেদ্য সেই পরমপুরুষের কথা তো কিছু বল নি? জীব অনাদিকাল থেকে ভগবানকে ভুলে মায়ার বশবর্তী হয়ে সংসারে যাতায়াত করছে। ভালবাসাশূন্য শুষ্কজ্ঞান তো তাকে সেই পথ থেকে সরাতে পারবে না। হে মহাভাগ্যবান ব্যাসদেব, তুমি অমোঘদৃক্

অর্থাৎ অব্যর্থদৃষ্টি; তুমি শুচিশ্রবা অর্থাৎ প্রথিতযশা। যদি সত্যিই তুমি জীবের ভববন্ধন ছিন্ন করার পথ দেখাতে চাও তাহলে সত্যরত এবং ধৃতব্রত অর্থাৎ দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে সেই শ্রীগোবিন্দের মধুর লীলা বার বার স্মরণ কর। এভাবে ধ্যান করতে করতে যখন তোমার মধ্যে ভগবানের মধুর লীলার স্ফুরিত হবে, তখন তুমি তা বর্ণনা করে জগতের কল্যাণ করতে পারবে।'

দেবর্ষি নারদ চলে যাওয়ার পরে ব্যাসদেব বসলেন ধ্যানাসনে। ধ্যান-যোগে তিনি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি অবতারের লীলা অনুভব করলেন। অবশেষে এল নরলীলা। তখনকার দিনে যাগযজ্ঞের ফল ক্ষণস্থায়ী জেনে যারা মুক্তিপথে যেতেন তাঁরা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের পথে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করতেন। ব্যাসদেব বুঝেছিলেন, কালের প্রভাবে মানুষের আয়ু এবং শক্তি কমে যাবে। তাদের পক্ষে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করা খুব কঠিন হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলেছেন, কলিতে অন্নগত প্রাণ। তাই ভক্তিপথ অর্থাৎ ভালবাসার পথ। নিরাকারই সাকার রূপ ধরে লীলা করে গেছেন। সেই মধুররূপের ধ্যান, চিন্তা, উপাসনা আমাদের আত্মজ্ঞানের পথে নিয়ে যাবে। সহজ মানুষদের সহজ সাধনা বোঝানোর জন্যই তো নরলীলা। 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপো কল্পনা' - সাধকের কল্যাণের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা। সেজন্য মহামতি ব্যাসদেব প্রধাণত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সব লীলা দর্শন করেছিলেন তাই 'শ্রীমদ্ভাগবত' নামে জগতে প্রচার করলেন।

- প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

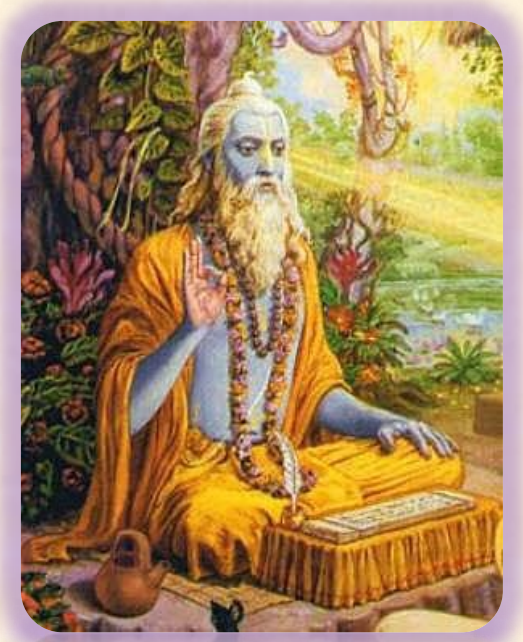

কালিদাসঃ

সংস্কৃতকাব্যপরম্পরায়াং মহাকবিঃ কবিকুলগুরুঃ সুপ্রসিদ্ধঃ । পাশ্চাত্যাঃ বিদুষঃ তং ভারতীয়শেক্সপীয়র ইত্যপি জানন্তি । কিংবদন্ত্যনুসারং সঃ বিক্রমাদিত্যস্য নবরত্নেষু অন্যতমঃ আসীৎ । তস্য নাম কাল্যাঃ দাসঃ ইতি সমাসাৎ ব্যুৎপন্নম্ ।

কালিদাসস্য ত্রয়ঃ শ্রব্যকাব্যগ্রন্থাঃ রঘুবংশং কুমারসম্ভবং চেতি দ্বে মহাকাব্যে, মেঘদূতং খণ্ডকাব্যং, ত্রয়ঃ দৃশ্যকাব্যগ্রন্থাঃ অভিজ্ঞানশকুন্তলং, বিক্রমোর্বশীয়ং, মালবিকাগ্নিমিত্রং নাটকানি চ প্রসিদ্ধানি । এতদতিরিক্তং ঋতুসংহারং নাম শ্রব্যকাব্যগ্রন্থঃ শ্যামলাষ্টকপ্রভৃতিস্ফুটরচনাশ্চ কালিদাসবিরচিতাঃ ইত্যপি বিশ্বস্যতে ।

ঈপ্সিতা জামানঃ

(দ্বিতীয়বর্ষীয়া)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্

শ্রীরামকৃষ্ণস্য পঞ্চসহস্রাধিকপদ্যাত্মকঃ অয়ং সংস্কৃতজীবনীগ্রন্থঃ বগড়ীকৃষ্ণনগরস্য ভক্তিতীর্থেণ গীতাচার্যাধ্যাপকেন রামেন্দ্রসুন্দরভট্টাচার্যেণ বিরচিতঃ । শ্রীরামকৃষ্ণস্য তস্য চ সঙ্ঘস্য সাক্ষাৎকর্তা রামেন্দ্রসুন্দরঃ (১৮৭৬-১৯৭৬) বিদগ্ধঃ সংস্কৃতপণ্ডিতঃ যঃ হাতিবাগানে সংস্কৃতবিদ্যালয়ং স্থাপিতবান্ । ষষ্টিবর্ষাণি যাবৎ সঃ ভারতীয়দর্শনশাস্ত্রাণাম্ অধ্যয়নে অধ্যাপনে চ নিরতঃ আসীৎ । শ্রীরামকৃষ্ণমঠস্য দশমাধ্যক্ষেণ স্বামিবীরেশ্বরানন্দেন ইয়ং প্রামাণিকজীবনী শ্রদ্ধয়া অনুমোদিতা আসীৎ ।

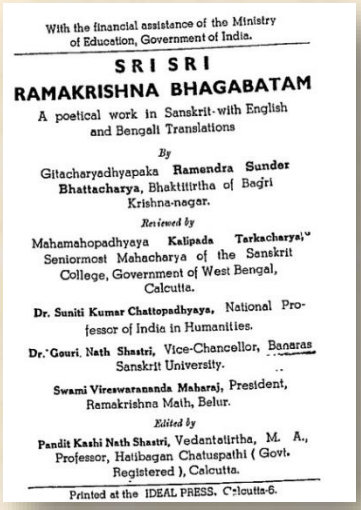

With the financial assistance of the Ministry of Education, Government of India.

SRI SRI

RAMAKRISHNA BHAGABATAM

A poetical work in Sanskrit with English and Bengali Translations

By

Gitacharyadhyapaka **Ramendra Sunder Bhattacharya**, Bhaktitirtha of Bagri Krishna-nagar.

Reviewed by

Mahamahopadhyaya **Kalipada Tarkacharya**, Seniormost Mahacharya of the Sanskrit College, Government of West Bengal, Calcutta.

Dr. Suniti Kumar Chattopadhyaya, National Professor of India in Humanities.

Dr. Gouri Nath Shastri, Vice-Chancellor, Banaras Sanskrit University.

Swami Vireswarananda Maharaj, President, Ramakrishna Math, Belur.

Edited by

Pandit Kashi Nath Shastri, Vedantatirtha, M. A., Professor, Hatibagan Chatuspathi (Govt. Registered), Calcutta.

Printed at the IDEAL PRESS, Calcutta-6.

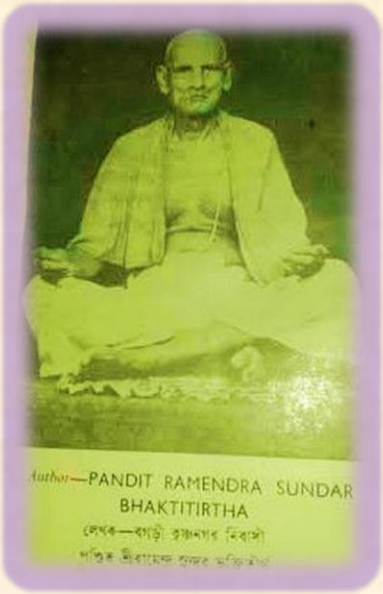

লকডাউনম্ একাত্মতাবোধশ্চ...

Covid-19 জীবাণু: অস্মাকং দৈনন্দিনীং জীবনচর্যাং প্রভূতং বিঘ্নবহুলাং করোতি। রোগস্য প্রশমনার্থং লকডাউনপ্রক্রিয়া আসীৎ আবশ্যিকী। অধুনা অস্য লকডাউনস্য দ্বিমুখী প্রভাব: জনজীবনে জনমানসে চ আপতৎ। আধুনিকযুগস্য তীব্রা গতিময়তা অণুপরিবারস্য সদস্যেষু পরমাণুতুল্যং মানসিকতাং বিভজ্য তেষাং মধ্যে আলোকবর্ষসমং দূরত্বং নির্মাতি। লকডাউনপ্রক্রিয়া আগত্য গৃহান্তরীনেষু সদস্যেষু পারস্পরিকং সান্নিধ্যং যোজয়তি। সুবিধাসুবিধাসু কায়িককর্মণি পরস্পরাণাং সহায়ক: ভূত্বা সর্বে পরস্পরাণাং ক্লান্তিং, মানসিকীং শ্রান্তিঞ্চ অপনোদয়ন্তি তে। দীর্ঘকালং যাবৎ 'অস্তি কুশলং তে' ইতি অপৃষ্টস্য প্রশ্নস্য অব্যক্তা জিজ্ঞাসা গৃহবন্দীজনানাং পারস্পরিকে আচরণে অধুনা প্রকাশং গচ্ছতি। ইয়ং তু একাত্মীকরণস্য লকডাউনপ্রক্রিয়ায়া: ইতিবাচকতা। পরন্তু অস্য ভেদান্তরোঽপি বর্ততে। জনেষু সংশয়াত্মিকা মানসিকতা - 'কিমস্য করোনা অস্তি?' ইতি চিন্তা প্রতিবাসীজনানাং মধ্যে অস্পৃশ্যতাং জনয়তি। প্রয়োজনমুদ্দিশ্য যদি কশ্চিজ্জন: কস্যচিৎ গৃহে আগচ্ছতি, পিপাসার্ত: সন্ জলং বা যাচতে তর্হি তং স্বকীয়ে পাত্রে জলদানেঽপি স্পর্শদোষজনিতা কুণ্ঠা আয়াতি মনসি। বিশেষতয়া লোকালয়ে কস্মিন্ পরিবারে কস্যচিৎ সদস্যস্য মধ্যে যদি রোগোঽয়ং প্রাদুর্ভবতি তর্হি অপরাপরা: পরিবারা: তৎ পরিবারং ব্রাত্যং কৃত্বা অসহযোগং সমারভন্তে। তে বিস্মরন্তি যৎ কল্য তেষাং মধ্যে যো কোঽপি রোগাক্রান্ত: ভবিতুং শক্নোতি। ইয়ম্ অসহিষ্ণুতা অসহযোগিতা বা লকডাউনস্য নেতিবাচকতা ইতি অলং বক্তব্যেন। যদ্বা ভবতু দ্রুতং ঈদৃশ: আবহ: নির্মূলং গচ্ছতু, সুদিনং প্রত্যাগচ্ছতু, স্বস্থ: পরিবেশশ্চ আগচ্ছতু ইত্যেব অস্মদীয়া হার্দিকী প্রার্থনা ।।

– ডাঃ সাবেরী রক্ষিতঃ

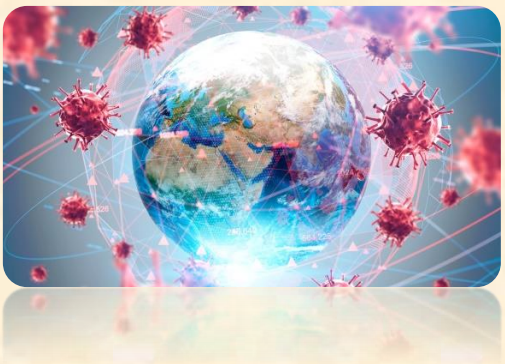

দেবী অরণ্যানী

দেবী অরণ্যানী অরণ্যস্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ঋষিঃ ঐরম্মদঃ দেবমুনিঃ অনুষ্টুপ্ ইতি বৃত্তেন তস্যাঃ স্তুতিং কৃতবান্ ঋগ্বেদস্য দশমে মণ্ডলে (১০.১৪৬)। সা খলু অপ্রসিদ্ধা ভূত্বা অপি ঋষিকল্পনায়াং চিন্ময়ী বনমাতারূপা পরিদৃষ্টা । ষড়্মন্ত্রসম্বলিতং সূক্তমিদং গীতধর্মীসূক্তম্ (lyrical hymn) ইতি হি পাশ্চাত্যপণ্ডিতানামভিমতম্ ।

গ্রামাৎ বহিঃ অরণ্যং সুবিশালং সুদূরবিস্তৃতং চ । অরণ্যস্য পালয়িত্রী কাচিৎ অধিদেবতা অরণ্যানীতি নৈরুক্তাঃ । কবিকল্পনায়াং প্রতিভাতং য়ৎ একাকিনী অরণ্যানী গচ্ছতি সুদূরম্। অতঃ তাং প্রতি তস্য ব্যাকুলা জিজ্ঞাসা 'কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি, ন ত্বা ভীরিব বিন্দতি' ইতি । নির্জনা বনপ্রকৃতিঃ স্বকীয়ং সৌন্দর্য়ং বিস্তারয়তি । প্রাণীবর্গস্য আশ্রয়দাত্রী অরণ্যানী। গহনে অরণ্যে য়থা ব্যাঘ্রাদিকং অতীবহিংস্রকং পশুকুলং বিদ্যতে তথা হি শান্তচিত্তাঃ ঋষিগণাঃ অপি বসন্তি । বনমধ্যে শ্রূয়তে সঙ্গীতবাদ্যম্ । য়দা 'বৃষারবায় চিচ্চিকঃ উপাবতি', তদা ঋষিমানসে এবংবিধং প্রতীয়তে য়ৎ অরণ্যানী আঘাটিবাদনরতা ক্বাপি দেবী । সুমধুরা তস্যাঃ সঙ্গীতসাধনা । স্ববীণায়াঃ সুরমূর্ছনাৎ সা মহিমান্বিতা ভবতি ।

অরণ্যে কোঽপি জনঃ স্বস্য গাং আহ্বয়তি । কোঽপি বা শ্রেষ্ঠবৃক্ষস্য কাষ্ঠমপহন্তি । গাবঃ তথা মৃগাঃ তৃণাদিকং ভক্ষয়ন্তি । অরণ্যে সন্তি বহবঃ বৃক্ষাঃ । বৃক্ষেষু বৃক্ষেষু সুপক্কানি সুমিষ্টানি চ ফলানি বর্তন্তে । অরণ্যে নিবসন্ পুরুষঃ য়থেচ্ছং ফলানি ভক্ষতি । অরণ্যানী সদা হি আশ্রিতান্ প্রতি সকরুণা অস্তি ।

সূক্তস্য অন্তিমে মন্ত্রে বনমাতৃকাং 'মৃগাণাং মাতরম্' স্বস্তুতিং নিবেদিতবান্ বৈদিকঃ ঋষিঃ। "আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাম্ । প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষম্ ।।"

অরণ্যানী অস্মাকং জননীস্বরূপা । তস্যাঃ ক্রোড়ে ক্রীড়ন্তি বৃক্ষাঃ, বিহগাঃ, পশবঃ, মনুষ্যাঃ চ । অতঃ অস্মাভিঃ সা অবশ্যমেব রক্ষণীয়া । - ডাঃ সংঘমিত্রা মুখার্জী

সাধকরাজঃ কবিরাজঃ

দেববাণ্যাঃ সংস্কৃতস্য জ্ঞাতারঃ অনেকে পরং বিজ্ঞাতারঃ দুর্লভাঃ। তন্মধ্যে বঙ্গকীর্তিঃ মহামহোপাধ্যায়ঃ গোপীনাথঃ কবিরাজঃ (১৮৮৭-১৯৭৬)। পূর্ববঙ্গস্থস্য ব্রাহ্মণদার্শনিকস্য

বৈকুণ্ঠনাথস্য সূনুঃ গোপীনাথঃ। প্রাথমিকবিদ্যায়াঃ অনন্তরং সঃ বারাণস্যাং ষট্-বর্ষেভ্যঃ (১৯১৪-১৯২০) সরস্বতীভবনগ্রন্থাগারস্য অধ্যক্ষপদম্ অলঙ্কৃতবান্। তদনন্তরং তত্রৈব সর্বকারস্য সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়স্য অধ্যক্ষঃ ভূত্বা (১৯২৩-১৯৩৭) চতুর্দশবৎসরাণি সংস্কৃতমাতরং সেবিতবান্। তেন সরস্বতীভবনগ্রন্থমালা অপি সম্পাদিতা আসীৎ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠঃ সংস্কৃতজ্ঞঃ সন্ অপি বিনয়াবতারঃ গোপীনাথঃ সাঙ্খ্যে, য়োগে, ন্যায়ে, বৈশেষিকে, বেদান্তে, বৌদ্ধদর্শনে, জৈনদর্শনে, শৈবাগমেষু, বৈষ্ণবাগমেষু, তন্ত্রেষু, সুফীমতে, খ্রীষ্টমতে প্রভৃতিষু অবাধগত্যা পারদর্শী আসীৎ। স ন তু কেবলম্ একঃ বিখ্যাতঃ ভাষাবিদ্ শুষ্কপণ্ডিতঃ বা পরং তস্য জ্ঞানং সফলং জাতং গুরুসান্নিধ্যে। তস্য সিদ্ধাঃ গুরবঃ য়থা – মধুসূদনঃ ওঝা, শশধরঃ তর্কচূড়ামণিঃ, Arthur Venisমহোদয়ঃ, বিশুদ্ধানন্দঃ পরমহংসঃ, আনন্দময়ী মাতা চ।

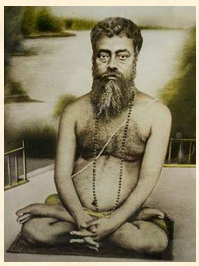

শাস্ত্রাণাং মর্মার্থং হৃদয়ে ধারয়ন্ মধুকরঃ ইব স বহুভিঃ আধ্যাত্মিকসাধকৈঃ সহ আদানপ্রদানাভ্যাং আত্মসম্পদ্ বর্ধিতবান্ য়থা – রামঠাকুরেণ, মেহেরবাবা ইতি সাধকেন, সীতারামদাসেন ওঙ্কারনাথেন, স্বামিপরমানন্দতীর্থেণ, ভগবান্দাসেন প্রভৃতিভিঃ। তান্ত্রিকবাঙ্ময়ে শাক্তদৃষ্টিঃ ইতি অতুলনীয়শাস্ত্রীয়য়োগদানস্য অপূর্বানুসন্ধানস্য চ কৃতে সঃ ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যাকাদেমীপুরস্কারেণ পদ্মবিভূষণেন চ সম্মানিতঃ ।

কুলদেবতাভিধঃ গোপীনাথঃ আধ্যাত্মিকপথিকঃ ভূত্বা সুশিষ্যমাধ্যমেন সংস্কৃতসৌরভং বিশ্বে বিস্তারয়ন্ কাশিকাপুরাধিনাথস্য প্রসাদেন নিজজীবনেন প্রমাণীকৃতবান্ য়ৎ –

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ, ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি, তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।। (মুণ্ডকোপনিষদ্ ২.২.৮)

– ব্রহ্মচারিণী প্রাচী

ॐ
WORLD
SANSKRIT
DAY